পদ্মগোখরো

— শবরী ঘোষ

আজ হিয়া কৌমার্য হারাবে।

অবশ্য, আগেই না হারিয়ে থাকে যদি! তবে, নরম ছিল মেয়েটা। স্নেহের হাতে আগলানো ছিল। বয়সও তো একুশই মাত্র।—প্রেম করেছে যখন, তখন পুরুষস্পর্শ জেনেছে অবশ্যই। তবু খুব বেশীদূর যায়নি সম্ভবত। নিশ্চয়ই সংস্কারে বেধেছে?

সংস্কার! ঠোঁটের দু'প্রান্ত বেঁকে উঠল বিপাশার। এই এক অতি মূল্যবান সোনার-পাথরবাটি! চিরপ্রণম্য এক শ্রীশ্রী ভগবান-ভূত! বাসনার প্রবল জোয়ারে খড়কুটোর মতই অসহায় ভেসে যাওয়া এবং ভাঁটার টানে ফের হালুম করে ফিরে আসাই যার কাজ!

বারান্দার অন্ধকারে বসেছিল বিপাশা। বেডরুমে বেঁহুশ তন্ময়। উদ্দাম পানীয়ের দাক্ষিণ্যে। মেঘলা আকাশে বিষণ্ণ চাঁদ। আজ হিয়ার ফুলশয্যা।

কি করেনি ও হিয়াকে বাঁচানোর জন্য? হিয়াকে ফিরিয়ে আনার জন্য? বন্ধুর মত সহজ হতে চেষ্টা করেছে। মায়ের মত বুঝিয়েছে। এমন কি বুড়োটে অভিভাবকের মত চড় থাপ্পড় কষাতেও কসুর করেনি। একদিনই যদিও। তবু....। আচ্ছা, সেই জন্যই কি আরো বিগড়ে গেল মেয়েটা? আরোই জেদ চেপে গেল ওর?....কে জানে? হবে হয়ত! অপরাধবোধে বিদীর্ণ হচ্ছিল বিপাশা।

প্রথমদিকে তন্ময়কেও জানায়নি কিছু। নিজেই চেষ্টা করছিল। কিন্তু বিফল হয়ে বলতেই হল অবশেষে। শুনেই লাফিয়ে উঠেছিল তন্ময়। উঠবে যে, সেটা নির্ভুলভাবেই জানত বিপাশা। সুতরাং আরো খুঁচিয়ে দিয়েছিল ওর অহমিকাকে।

—তাহলে মিঃ টি. মুখার্জীর জামাই হবে কিনা একটা 'সদাগরী আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি'? মানে, নেহাৎই ডিপ্লোমাধারী একটা এলেবেলে এঞ্জিনীয়ার? সবাই হাসাহাসি করবে না? আড়ালে দুয়ো দেবে না? তুমি মুখ দেখাবে কি করে?

নিজের কাজ এবং কেরিয়ারের ব্যাপারে যতই বিচক্ষণ হোক না তন্ময়, এ বিষয়টিতে কিন্তু ঠিকঠাক রিয়্যাক্ট করেনি মোটেই। উত্তেজিত হয়ে, ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিল রাইট। হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যি। মুখ দেখাব কি করে?...কি করা যায় বলো

তো!—আচ্ছা, তাহলে কি আমাদের কম্প্যানিতেই ওর জন্য একটা ভালো ব্যবস্থা করব বলছ?

—বাঃ চমৎকার! তিক্ত হেসেছিল বিপাশা। তোমার জামাই তোমার সাবর্ডিনেটদেরও সাবর্ডিনেট! প্রেস্টিজ থাকবে?

—না না! মোটেই না! নট অ্যাট অল! মুহূর্তে অপ্রস্তুত তন্ময়।....তাহলে কি অন্য কোথাও? বেশ ভালো একটা পোস্টে?....আচ্ছা, অরোরাকে বলব? কিংবা বিশ্বনাথনকে?

অর্নবকে জামাই না করার প্রকৃত কারণটা তো বলা সম্ভব ছিল না। সুতরাং বাইরের কারণগুলোকে, আপাত কারণগুলোকেই বেশী করে জোর দিয়েছিল বিপাশা।

—কি বলবে? বলবে যে, তোমার জামাইকে খুব উঁচু দেখে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিতে হবে? যদিও এঞ্জিনিয়ারিংয়ে তার একটা ডিগ্রী পর্যন্ত নেই?

খুবই বিচলিত হয়েছিল তন্ময়। ভীষণ বিপর্যস্ত। হিয়ার সম্বন্ধে অন্য রকমের, অন্য রঙের একটা স্বপ্ন ছিল ওদের। সে স্বপ্নে অদেখা রাজকুমার ছিল। মায়াবী রূপকথা ছিল।....সেই রূপকথাকে আজ অবুঝ নিষ্ঠুর নখে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে হিয়া; তাদের সাতরাজার ধন একমাত্র রাজকন্যে!

কদিন পরে মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছিল তন্ময়। বোঝাতে চেষ্টা করেছিল।

—কি আছে বল অর্ণবের? ও তোর যোগ্য নয় হিয়া।

বাপের মুখের দিকে দু-এক মুহূর্ত স্থির তাকিয়েছিল হিয়া।

—স্যরি পাপা। আয়্যাম নট ইন লাভ উইথ হিজ অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন অ্যাণ্ড কেরিয়ার! আমি ভালোবাসি ওকে—অর্ণবকে—একটা সুন্দর মানুষকে!

—কি বললি! 'মানুষ'? অর্ণব আবার একটা মানুষ! তাও আবার 'সুন্দর মানুষ'? তেড়ে উঠেছিল বিপাশা। মানুষ চিনিস তুই? এতটুকু মেয়ে, তার পাকা পাকা কথা!

ঈষৎ বকুনি দিয়ে বিপাশাকে থামিয়েছিল তন্ময়। সে রকমই কথা ছিল আগে থেকে। যা বলার তন্ময়ই বলবে আজ। বিপাশা বলবে না। যথাসাধ্য।

সেটাতে মিলবে না হিয়া। তুই যেভাবে বড় হয়েছিস, যেভাবে অভ্যস্ত, ওর পক্ষে সেটা তোকে দেওয়া সম্ভব নয়। অ্যাডজাস্ট করতে পারবি না।

—আগে থাকতেই 'পারব না' ধরে নিচ্ছ কেন? প্রতিবাদ করেছিল হিয়া। ইচ্ছে থাকলে, চেষ্টা থাকলে, এটুকু অ্যাডজাস্টমেন্ট তো করাই যায়। অনেকেই করে। র‍্যাদার, সব মেয়েই করে কিছু না কিছু।....তাছাড়া পাপা, তোমরা যতটা ভাবছ ততটা অসুবিধেও কিন্তু আমার হবে না। তোমাদের মত ধনী না হলেও, ঠিক অতটা হাঘরেও কিন্তু নয় অর্ণব।

মেয়ের স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিল বিপাশা। রদ্দি বাংলা সিনেমামার্কা কি সব ডায়ালগ ঝাড়ছে হিয়া! আবার বলে কিনা, 'তোমাদের মত ধনী'! 'তোমাদের'! বাঃ! এরই মধ্যে 'তোমাদের' হয়ে গেলাম আমরা! মাথা দপদপ করছিল রাগে।

তন্ময় উত্তেজিত হচ্ছিল না। একটি অতি বৃহৎ মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেট হাউজে ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে উঁচুতলার লোক ও। প্রয়োজনে মস্তিষ্ক শীতল রাখতে জানে।

—তোর এখনও বিয়ের বয়স হয়নি। তুই যে নেহাৎই ছেলেমানুষ!

—আমার আঠের পেরিয়ে গেছে পাপা। একুশ চলছে।

—ওসব তো সরকারি আইন রে! সংবিধানে লেখা থাকে! হেসেছিল তন্ময়। প্র্যাকটিক্যালি তুই এখনও ছেলেমানুষ। তোর এখন পড়াশোনা করার সময়। কেরিয়ার গড়ার সময়। সবে তো বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছিস। এত ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট তুই! এম. এ.টা কর। হায়ার স্টাডিজের কথা ভাব। ইউ. কে. কিংবা স্টেটসে গিয়ে পড়াশোনা কর, ডিগ্রী নে—তার পর তো বিয়েটিয়ের কথা

—সে তুমি ভেবোনা পাপা। বাধা দিয়েছিল হিয়া। পড়াশোনা আমি করবই। এম. এর জন্য যাদবপুরে এ্যাপ্লাই করেছি। হয়ে যাবে। শিওর। পাশ করে, তারপর রিসার্চ করব আর কলেজে পড়াব।....ইউ. কে. টিউকেগুলো হবে কিনা জানিনা। তবে পড়ব নিশ্চয়ই। অর্ণবও চায় সেটা। ভীষণভাবেই চায়।

—ঠিক আছে। অগত্যাই বলেছিল তন্ময়। ইচ্ছে হলে বন্ধুত্ব রাখ। বাড়িতে ডাক মাঝে মাঝে। যেমন আসে আর কি....। কিন্তু বিয়ের ডিসিশনটা এক্ষুণি নাই বা নিলি? আসলে, আমরা তো তোর জন্য আরো....ইন্ ফ্যাক্ট, আমরা তোর একটা অন্যরকম জীবনের স্বপ্ন দেখি কিনা!

থমকে গেল হিয়া। হাতের নখ নিরীক্ষণ করল খানিক। তারপর তন্ময়ের চোখে তাকিয়ে বলল

—কিছু মনে কোর না পাপা। ইট'স মাই লাইফ। এবং আমার জীবনটা আমি আমার পছন্দমতই বাঁচতে চাই। অ্যাবসলিউটলি ইন মাই ওন ওয়ে।

স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ওরা। বিপাশা ও তন্ময়। এই হিয়াকে ওরা চেনেনা! হিয়া একমাত্র সন্তান ওদের। বাধ্য নম্র সহৃদয়। বড় আদরের দুলালী। ওকে বকাঝকা করারও প্রয়োজন হয়নি কখনও। সেই মেয়েই কিনা আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে পারিবারিক নিষেধের বিরুদ্ধে! কি শান্তভাবে, দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে যাচ্ছে ওদের যাবতীয় মতামত! কি দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলছে নিজের চারিপাশে!...আর স্পষ্টতই পিছু হটছে তন্ময়। অফিসের দক্ষ প্রশাসক পারিবারিক প্রবলেম ম্যানেজমেন্টে কি নিদারুণ ব্যর্থ হচ্ছে ক্রমাগত! তাই যতই 'কথা থাক'—কথা না বলেও আর থাকতে পারেনা বিপাশা।

—অর্ণব তোর থেকে অন্তত বারো বছরের বড় হিয়া। বয়স যদি না লুকিয়ে থাকে, তাহলেও। বয়সের এত ডিফারেন্সে বিয়ে করা ঠিক নয়।

—তাই নাকি? থেমে থেমে বলেছিল হিয়া, বাট পাপা ইজ ইলেভ্ন ইয়ারস্ ওল্ডার দ্যান ইউ। আরন্' ট ইউ হ্যাপি উইথ হিম?....সুখী নও, না? কেমন যেন তীক্ষ্ণ চোখে মায়ের দিকে তাকিয়েছিল। অস্বস্তি হচ্ছিল বিপাশার। তাড়াতাড়ি বলেছিল

—আমাদের কথা ছাড়। আমাদের দিন চলে গেছে। তোমাদের জেনারেশন এখন ক্লাসমেটদের বিয়ে করে।

—ইয়েস। রাইট ইউ আর। ইয়োর ডেজ হ্যাভ গন মা। গন ফর এভার।....আর সেটা এখন থেকে মনে রাখার চেষ্টা কোর, প্লীজ। বিচিত্র হেসেছিল হিয়া।

ভয় পেয়ে গিয়েছিল বিপাশা। কি বলতে চাইছে ও? বুঝে উঠতে পারছিল না ঠিকমত। প্রায় স্বগতোক্তির মত হিয়া বলেছিল

—আসলে ভালোবাসা ব্যাপারটা তো তুমি বোঝো না মা, একদম বোঝ না।

সব গুলিয়ে যাচ্ছিল বিপাশার। গাল টিপলে দুধ বেরোয়, সেই হিয়া আজ তাকে ভালোবাসা শেখাচ্ছে? শেখাচ্ছে, ভালোবাসার তৃষ্ণায় আজীবন জ্বলে মরা বিপাশাকে? হায়! কতটুকু জানে ও!

তেইশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। এক বুক জ্যোৎস্না নিয়ে দুধে আলতায় পা রেখে তন্ময়ের দরজায় দাঁড়িয়েছিল বিপাশা। কিন্তু তারপর?

না। তন্ময়কে খারাপ সে বলবে না। সেরকম দুর্ব্যহার করেনি কখনও। খুব অসম্মান করেনি। না চাইতেই দিয়েছে অপর্যাপ্ত। সুখ সম্পদ বিলাস বৈভব। শারীরিক আনন্দও; প্রথমদিকে অন্তত। মদোমাতাল বা লম্পট টাইপেরও সে নয়।

তবু। তবুও স্ফটিকজলের ভিতরে মারাত্মক রোগজীবাণুর মত, সাধুসন্তমার্কা প্রচ্ছদের আড়ালে চরম দুর্নীতির মত, হাহাকার লুকিয়ে থেকেছে বিপাশার সুখী, অলংকৃত বুকের ভিতরে। কারণ, সব আছে, সবই আছে। শুধু—'তোমার মন নাই কুসুম?'

আর সেই মন খুঁজতে গিয়েই তো যত বিপত্তি! প্রথমে এসেছিল জয়ন্ত সরকার। নতজানু। ভক্তহৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেছিল পদতলে। পরম পুলকে গ্রহণ করেছিল বিপাশা। কিন্তু অচিরেই বুঝেছিল—ফুলগুলি প্লাস্টিকের! সস্তা গন্ধ ঢালা! এবং আরো বুঝেছিল, আসলে ওকে উপলক্ষ করে বাণিজ্যলোকের' আরাধ্যদেবতা তন্ময় মুখার্জীর কৃপাধন্য হতে চেয়েছিল জয়ন্ত! তাকে তাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করেনি বিপাশা।

তারপর বেশ বছর কয়েকের বিদীর্ণ শূন্যতার পরে, এই দ্বিতীয় ভুলটি করেছিল ও। বিপাশার জীবনের ভয়ঙ্করতম, ঘৃণ্যতম ভুল! মালা মনে করে পদ্মগোখরো সাপ জড়িয়েছিল গলায়! নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিল ওই মারাত্মক প্রাণীটির কাছে। ভেবেছিল, এতদিনে ধন্য হল, পূর্ণ হল ওর জীবন!

এখন ঘেন্না করে। বমি পায়। খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করে তাকে। এবং নিজেকেও। প্রবাদ আছে, 'মরে পুত্র জনকের পাপে।' জনক না হোক, মায়ের পাপের শাস্তিই কি আজ ভোগ করছে না হিয়া? এমন একটা নষ্ট ভ্রষ্ট খারাপ মায়ের সন্তান বলেই কি এমন অভিশপ্ত হয়ে গেল না মেয়েটার জীবন? ভয়ানক ভবিষ্যতের ভয়ে শিউরে ওঠে বিপাশা। ছিন্নভিন্ন হয়, ছটফট করে। এবং অস্থির পায়চারি করতে থাকে নরকের যন্ত্রণা মাখা এই ভয়াবহ রাত্রির অন্ধকার বারান্দা জুড়ে। অবিশ্রাম।

শেষ লড়াইটা হয়েছিল গত পরশু। অবশেষে দ্বিধা সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে মরিয়া হয়ে উঠেছিল বিপাশা। হিয়া না জানুক, সে তো হাড়ে হাড়ে জানে, কি জিনিস অর্ণব! যে কোনো মূল্যেই হোক, অর্ণবের গ্রাস থেকে বাঁচাতেই হবে মেয়েটাকে। সুতরাং যেচেই প্রসঙ্গটা তুলেছিল আবার।

—অর্ণবের সঙ্গে তোর সম্পর্কটা কেন অপছন্দ করি জানিস?

—জানি। শুনেছি বহুবার। ঠোঁট চেপে বলেছিল হিয়া। মায়ের সঙ্গে এভাবেই ও কথা বলে আজকাল।

—না রে। ভুল বুঝছিস। অবজ্ঞাটুকু নীরবে হজম করে বিপাশা বলেছিল।—ওর স্টেটাসের জন্য নয়। ডিগ্রী, টাকা কিংবা বয়সের জন্যও নয়। অপছন্দ করি, অর্ণব....অর্ণব আসলে....মানুষটা খুব খারাপ বলে।

—কি করে জানলে? মায়ের চোখে স্থির চোখ রেখেছিল মেয়ে।

—জানি আমি। বিশ্বাস কর, অর্ণব ভালো তোকে বাসেনা। ভালোবাসতে জানে না ও। ভালোবাসার অভিনয় করে শুধু। প্রায় দমবন্ধ করে বলেছিল বিপাশা। তোকে কবজা করতে পারলেই তোর বাবার যথাসর্বস্ব যে হাতাতে পারবে একদিন, সেটা খুব ভালো করেই জানে তো। আর সেটাই ওর আসল ধান্দা।

হঠাৎই হেসে উঠেছিল হিয়া। সশব্দে।—জানতাম। আমি জানতাম, তুমি ঠিক এই কথাই বলবে! অর্ণব আমাকে আগেই বলেছিল!

—কি? কি বলেছিল অর্ণব?

—কি আর? ভ্রূভঙ্গি করেছিল হিয়া। অর্ণব বলেছিল, সাবধান হিয়া! বিপস্ ইজ গেটিং জেলাস অব ইউ! তোমার মা তোমাকে হিংসে করছে।

—হিয়া! গর্জে উঠেছিল বিপাশা। পৃথিবী দুলছিল পায়ের তলায়। কি সর্বনাশ! অর্ণব তাহলে হিয়ার সামনেও তাকে 'বিপস্' বলছে আজকাল! এবং ওকে বোঝাচ্ছে, নিজের মেয়েকেই হিংসে করে সে!—তোর বড্ড বাড় বেড়েছে, না? মুখ সামলে কথা বল!

—চেঁচিও না। ধারালো গলা হিয়ার। তির্যক চাউনি। চেঁচিয়ে সব কিছু ঢাকা দেওয়া যায় না মা।....উত্তর-চল্লিশের অনেক মহিলারই এরকম কমপ্লেক্স হয়। সত্যিটা স্বীকার করো। আমি সব জানি। বুঝেছ?

—কি? কি বলতে চাইছিস তুই? ককিয়ে উঠেছিল বিপাশা। বুকের মধ্যেটা ধড়ফড় করছিল ওর।

—সত্যি? কি বলছি, একদম বুঝতে পারছ না? কিন্তু এত বোকা তো তুমি নও মা? ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিল হিয়া। যেটা বলতে চাইছি, সেটা খুব প্লেন এ্যাণ্ড সিম্পল মা।

....এটা তোমার একটা প্রি-মেনোপজাল সিনড্রোমও বলতে পারো। আ সর্ট অব। পনের বছরের ছোট একটা ইয়াং ছেলেকে জঘন্যভাবে সিডিউস করার চেষ্টা করেছিলে তুমি। পারোনি। অর্ণব ওই টাইপের না। সিম্পলি পাত্তা দেয়নি তোমাকে। ও আমাকে

ভালোবেসেছে। এ্যাণ্ড দ্যাটস্ হোয়াই ইউ আর গেটিং ফিউরিয়াস। ফালতু বদনাম দিচ্ছ ওর নামে। আমাদের সম্পর্কটা ভেঙে দিতে চাইছ। সব বলেছে আমাকে অর্ণব।....হাঃ! পুয়োর থিং! বেচারা! আই পিটি ইউ!

সপাটে একটি চড় কষিয়েছিল বিপাশা। কিচ্ছু না ভেবেই। জীবনে এই প্রথম, মেয়েকে। দুহাতে মুখ ঢেকে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছিল তারপর।

হিয়া কাঁদেনি। একটি কথাও বলেনি আর। শুধু কঠিন হয়ে উঠেছিল ওর মুখ চোখ। কয়েক মুহূর্ত জ্বলন্ত দৃষ্টি পেতে রেখেছিল বিপাশার মুখে। তার পর নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

গত দুদিন ধরে শ্মশানের অধিক নৈঃশব্দ্য বিরাজ করেছে এই বাড়িতে। তন্ময়কেও কিচ্ছুটি বলতে পারেনি বিপাশা। স্বভাবতই। দুদিনই এন্তার ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছে শুধু।

আজ সকাল এগারোটা নাগাদ হিয়া বেরোল। যাদবপুর যাচ্ছে। এখনও পার্ট টু পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোয়নি ওর। কিন্তু ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটির রেজাল্ট বেরোনর আগেই যাদবপুরে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ক্লাসে ভর্তি শেষ এবং ক্লাস শুরু হয়ে যায়। সে ব্যাপারে খোঁজখবর নিতেই যাচ্ছে নিশ্চয়ই। যাবার আগে বিপাশার ঘরের দরজায় দাঁড়াল একবার। যেমন দাঁড়ায়। বলল, যাচ্ছি।

—এসো। বলেছিল বিপাশা। কেন জানি, দুদিন পরে মেয়ের এটুকু কথাতেই কিছু স্নিগ্ধ হয়েছিল মনটা। যেন সাইক্লোন-বিধ্বস্ত সেতুটা গাঁথা শুরু হয়েছে আবার। বৃষ্টিজমাট মেঘের ফাঁকে মিঠে রোদের আভাস দেখা দিয়েছে যেন! আজ আর অ্যালজোলাম খায়নি। চিকেন পকোড়ার আয়োজন করে রেখেছিল। হিয়া ফিরলে ভেজে দেবে। প্লেটটা নিয়ে নিজেই যাবে মেয়ের ঘরে। আজ সব বলবে ও মেয়েকে। সব। যত ঘেন্নাই করুক হিয়া, তবু সমস্ত কথা বলতেই হবে বিপাশাকে। নাহলে বাঁচানো যাবে না মেয়েটাকে।....হিয়া কি বুঝবে না? বুঝবে, বুঝবে। বড় সেনসিটিভ মেয়ে হিয়া।

হিয়া ফেরেনি।

বিকেল পাঁচটায় অফিস থেকে ফোন করেছিল তন্ময়। সেইমাত্র মেয়ের ফোন পেয়েছিল ও।—অর্ণবকে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করেছে হিয়া। আজ থেকে অর্ণবের সঙ্গেই থাকবে। আর মাকে জানাতে বলেছে, পরণের পোশাকটি ছাড়া একটি কানাকড়িও সঙ্গে আনেনি সে। হীরের দুল আর আংটিটা খুলে রেখেছে আলমারির লকারে। ওদের কোনো জিনিস নিতে সে নিজেও চায়নি। তাছাড়া অর্ণবেরও গভীর আপত্তি ছিল।

তন্ময় কাঁদছিল। রোবটের কম্পিউটারে ভাইরাস ঢুকে পড়েছে অবশেষে! রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরেছে তন্ময়। কমপ্লিট্‌লি ড্রাঙ্ক।

আজ বিপাশা জেগে আছে। টর্চ হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্যক্তিগত মর্গের অন্ধকারে।

হ্যাঁ, অর্ণবের বীভৎস চিনতে সত্যিই বড় দেরী হয়েছিল ওর! তবু চিনেছিল ... দিন। ছিটকে সরেও এসেছিল ঘেন্নায়। তার কিছুদিন পরে নিজের মেয়ের মুখেও সাক্ষাৎ মৃত্যুর সেই সুন্দর অথচ ভয়ানক ছায়া দুলতে দেখে ভীষণ আতঙ্কিত হয়েছিল ও। অগত্যাই ফোন করেছিল অর্ণবকে। এতটুকু বিচলিত হয়নি অর্ণব।

—আহ্‌হা! রাগছ কেন? আই লাভ ইউ বিপস্। আরে, ওর মধ্যে দিয়ে আমি তো তোমাকেই পাই! তোমারই তো মেয়ে। দ্যাট ওল্ড ওয়াইন, ইন আ নিউ বট্‌ল!

—কি পেলে তুমি ওকে ছাড়বে শয়তান? কত টাকা পেলে আমার মেয়েটাকে রেহাই দেবে? কত? দাঁতে দাঁত চেপেছিল বিপাশা।

—কত দেবে তুমি? যেন মস্করা করছিল অর্ণব। কতটুকু তুমি দিতে পারো বিপস্? যা দেবে তার সবটাই তোমার বরকে লুকিয়ে দেবে তো? কত সেটা? তোমাদের টোট্যাল এ্যাসেটের কত পার্সেন্টি? কিন্তু হিয়া মানে—তার পৈতৃক সম্পত্তির শতকরা একশ ভাগ।...আজ হোক, বা কাল। আমি ওকে ছাড়ব না বিপস্। ও. কে?

—আমি তোমার মুখোশ খুলে দেব স্কাউন্ড্রেল! ইতর লম্পট ভণ্ড! দাঁড়াও, আমি সব বলে দেব হিয়াকে।

—পারবে না বিপস্। পারবে না। আমার সঙ্গে তোমার কেচ্ছার ইতিহাস কাউকেই বলতে পারবে না তুমি। বললে পথে বসবে যে সুইট হার্ট! উদ্দাম হেসেছিল অর্ণব।....বেশ। তবু চেষ্টা করে দেখো নাহয়। বেস্ট অব লাক্। ফোন রেখে দিয়েছিল অর্ণব।

এখন বেডরুমের ঘড়িতে বারোটার বাজনা বাজছে। চাঁদকে গিলে ফেলছে মেঘ। দীর্ঘ বারান্দায় ভৌতিক ছায়া। সেলফোন বেজে উঠল। বেজে উঠল হিয়ার অনুতপ্ত গলা।

—হ্যালো, মা? সারি মা, রাগ কো... না প্লীজ। আই লাভ ইউ মা, লাভ ইউ।

কথা বলতে পারছিল না বিপাশা। বুকের মধ্যে বন্যার কলরোল! বুঝি ভূমিকম্প হচ্ছে কোথাও....

—হ্যালো মা? সহসা ফোনে অর্ণব। আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন মা! আজ আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দিন....মানে, প্রথম শুভ রাত্রি। মেয়ে জামাইকে আপনি....

শিউরে উঠেছিল বিপাশা। ফোনসুদ্ধ হাতটা অবশ হয়ে ঝুলে পড়ছিল ক্রমশ। ওকে সাপে কেটেছে। পদ্মগোখরো! শব্দের প্রকৃত বোধ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর।